আজকের কাগজ

২০

তারিখ 06 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শিশুদের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

এ মিলন খান

পল্লী এলাকায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র সেই সঙ্গে ভূমিহীনতা ও বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি বিপুল সংখ্যক শিশুকে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করছে। দারিদ্রের কারণে সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয় শিশুরাই এবং নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্যে শৈশবেই কর্মজীবন শুরু করতে তারা বাধ্য হয়। যে শিশুদের স্কুলে যাবার কথা দরিদ্র হবার কারণে তাদেরকেই বাধ্যহয়ে জীবিকা উপার্জনে আত্মনিয়োগ করতে হয়। বাবা-মা'র চরম দারিদ্রের কারণে এসব অসহায় শিশু কেবল কিছু উচ্ছিষ্ট পাবার আশায় স্থানীয় রেস্তোরাঁয় ফুট-ফরমায়েশ খাটা, রিকশা বা ভ্যান চালানো, গো-চারণ, কুলি, চাকর অথবা দিনমজুর হিসেবে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করছে তার ওপর শিশু শ্রমিকদের অধিকাংশই তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা, কাজের সময় বিশ্রাম ও খাবারের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের দ্বারা ঘোষিত হয়ে আসছে।

এ ধরনের কাজে সাধারণত ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকেই লাগানো হয়। এই বয়সের শিশুরা এমন পরিবার থেকে আসে যারা জীবন ধারণের নিম্নতম স্তরেরও নীচে (Below Subsitance levcl) অবস্থান করে এবং নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। এরা নিজেদের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই বিপুল সংখ্যক শিশু কার্যকর জনশক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না, কারণ আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতার দরুন মৌলিক কোনো সুযোগ-সুবিধাই তারা পায় না।

কিছু কিছু তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুশ্রমের উচ্চহারের বিষয়টি স্কুল থেকে শিশুদের উচ্চহারে ঝরে পড়ার ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অন্তহীন (চরম) দারিদ্র্য এবং শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে বাবা-মায়েদের উদ্বুদ্ধকরণের অভাবেই এটা ঘটে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদেরকে যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেগুলোর উৎপত্তি বহু উৎস থেকে। তার মধ্যে সাধারণভাবে পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই প্রধান। তাছাড়া মেয়ে শিশুদেরকেও নানারকম বাধা ও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

শিশুশ্রমের সাধারণ চিত্রটা দেশের সর্বত্র একই রকম। তবে দরিদ্রতম উত্তরাঞ্চলে চরম দারিদ্র এবং শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে চূড়ান্ত অসচেতনতা পরিস্থিতিকে আরো শোচনীয় করে তুলেছে।

এসব শিশুর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনীয় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অবশ্যই তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন এবং তাদের কাছে পৌছানোর সক্রিয় যোগাযোগ ও তাদের সমস্যাবলী আবিষ্কারের উপায় উপকরণের উন্নয়ন সাধন করা। এ জন্যে প্রয়োজন অসচেতন জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার বাস্তবসম্মত নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের শিশুদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরিবর্তে বরং অল্প বয়সেই কাজে লাগিয়ে দিতে বেশি আগ্রহী। কারণ শিশু-শ্রমের বিনিময়ে তারা তাৎক্ষণিকভাবে লাভবান হয়। অপরদিকে যেসব দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন খুব বেশি হলে মাত্র দুবেলা খেতে পায়, তারা মনে করে যে, শিক্ষার জন্যে অর্থ ব্যয় সৌখিনতা ছাড়া কিছু নয়। এ জন্যে শিশু অধিকার রক্ষার দায়িত্ব এই দেশটিতে বসবাসকারী আমাদের প্রত্যেকের ওপরই বর্তায়।

রংপুর দিনাজপুর পল্লী সংস্থা (আরডিআরএস) তার কাজের আওতাধীন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে একটি সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে শিশু শ্রমের অশুভ দিক সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে সক্রিয় রয়েছে। এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সমাজের (Community) লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে অধিকতর জোরালো একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে যাতে সমাজের লোকেরা শিশুশ্রমের ক্ষতি সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

চাহিদা-মাফিক (Need-based) একটি সমন্বিত (Comprehensive) প্যাকেজ শিক্ষা কার্যক্রম সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আরডিআরএস-এর কাজের আওতাভুক্ত অঞ্চলের ৬টি জেলা কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের কাজ আইপিইসি/আইএলও'র সহযোগিতায় ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়েছে।

এটি হলো পল্লীর জনপদ এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অসচেতন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার একটি 'সামাজিক আন্দোলন' প্রকল্প যাতে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাবা-মায়েদেরকে তাদের শিশুকে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ভর্তি করতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে শিশুশ্রম হ্রাস করা।

স্কুলে যাবার পরিবর্তে পল্লীর যেসব দরিদ্র শিশু কর্মজীবন শুরু করেছে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্পের আওতায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করা হয়েছে। এই হস্তক্ষেপের মূল কর্মপদ্ধতি (Main thrust) হলো গণসচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি, যাতে স্কুল-শিক্ষক ও গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এ মিলন খান: সাংবাদিক, কলাম লেখক।